দিন-২

১। অধিবেশন শিরোনাম : শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মূল দিকসমূহ ও মূল্যায়ন।

২। মূলভাব : : যেকোন শিক্ষাক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো এর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত শিখনফলসমূহ অর্জনে বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনায় যে কাজ ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয় মূলত তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্রমের কাঙ্খিত যোগ্যতাসমূহ/শিখনফল অর্জন করে। সে কারণে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় এর প্রতিটি উপাদানের কার্যকর ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকেআমরা জানি, যেকোন কাজের সফলতা বা দূর্বলতা যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষার্থীরা এই পরিকল্পিত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল পরিচালনায় কাঙ্খিত শিখনফল অর্জনে কতটুকু সহায়তা পাচ্ছে মূলত: সেটি যাচাই করাই হল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিশুর মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য।এভাবে প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের মাধ্যমে তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে সার্বিক বিকাশকে সহায়তা করাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য।

৩। সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

(ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মূল দিকসমূহ বলতে পারবে।

(খ) বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কাজসমূহ বলতে পারবে।

(গ) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্রগুলো বলতে পারবে।

(ঘ) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারবে।

৫। পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, মাল্টিমিডিয়া, ভিজুয়ালাইজার, আলোচনা, দলীয় কাজ ও উপস্থাপনা।

৬। পদ্ধতি ও কৌশল : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, শিক্ষক সহায়িকা ও সকল শিখনসামগ্রী, পাওয়ার-পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড ইত্যাদি।

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মূল দিকসমূহ বলতে পারা। **সময়:** ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন, 'যেকোন শিক্ষাক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো এর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া। এ ছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যা শিশুর শিখন এবং শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। শিক্ষাক্রমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হলো: **(১) শিখন পরিবেশ, (২) শিক্ষকের ভূমিকা, (৩) শিখন শেখানো সামগ্রী, (৪) শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রী, (৫) শিশুর ভূমিকা, (৬) পরিবারের ভূমিকা এবং (৭) সমাজের ভূমিকা।**

- প্রশ্নোত্তরে আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদেরকে উল্লেখিত ৭টি দিকের তাৎপর্য বুঝতে সহায়তা দিন।

কাজ-২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তালিকা । **সময়: ২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদেরকে শিশুর বিকাশের ৮টি উপাদানের আলোকে চিন্তা করে বলতে বলুন, 'প্রাক প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য কত ধরনের কাজ থাকতে পারে'? প্রাপ্ত উত্তরগুলো বোর্ডে লিখুন।
- পূর্বে প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে শিক্ষক সহায়িকায় যে ৮টি কাজের কথা আছে তা উপস্থাপন করুন।

  ১. দৈনিক সমাবেশ ও শুভেচ্ছা

  ২. ব্যায়াম

  ৩. সৃজনশীল কাজ (ছড়া, গান, নাচ, গল্প, চারু , কারু ও অভিনয়)

  ৪. ভাষার কাজ (শোনা-বলা, প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন)

  ৫. গণিতের কাজ (প্রাক-গানিতিক ধারণা, সংখ্যার ধারনা ও লেখা, যোগ-বিয়োগ)

  ৬. অন্যান্য কাজ (পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা)

  ৭. খেলা - ইচ্ছেমত খেলা ও নির্দেশনার খেলা

  ৮. সমাপনী কাজ

- অংশগ্রহণকারীদেরকে একক চিন্তা ও পাশাপাশি ৩ জনের দলে আলোচনা করে ৮টি কাজের উদ্দেশ্য বলতে বলুন। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বর্ণনার সাহায্যে এ ৮টি কাজের উদ্দেশ্য অনুধাবনে সহায়তা দিন।

কাজ-৩: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ। **সময়: ২০ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের ৮টি শিখন ক্ষেত্র সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করুন- কয়টি শিখন ক্ষেত্রের শিখনের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন? অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ৮টি শিখন-ক্ষেত্রেরই শিখন মূল্যায়ন করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
- অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা কী ? বিভিন্ন জনের ধারণাকে একসাথে করে তথ্যপুস্তকের তথ্য অনুযায়ী শিখন মূল্যায়নের ২টি উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদেরকে নিকট বিশ্লেষণ করুন।

কাজ-৪: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল । **সময়: ৩০ মিনিট**

- প্রাকপ্রাথমিক স্তরের শিশুদের কীভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে তা নিয়ে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর সাথে আলোচনা করুন।
- প্রত্যেককে ভিপ কার্ডে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের কীভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে বিষয়ে এক বা একাধিক কৌশল লিখার জন্য অনুরোধ করুন।
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মূল্যায়ন কৌশলের উপর অংশগ্রহণকারীদের মতামত শ্রেণিকরণ করুন। তথ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অংশ অনুযায়ী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সাহায্যে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন কৌশল বা পদ্ধতি বিষয়ে ধারণা পরিস্কার করুন।
- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ৫ মিনিট

* প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষারশিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ৭টি গুরুত্বপূর্ণ দিকের নামবলুন।
* প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার ৮ টি কাজের নাম বলুন।
* প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন মূল্যায়নের ২টি উদ্দেশ্য বলুন।
* প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মূল্যায়নের ২টি কৌশল উল্লেখ করুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

ক) অধিবেশনটি কতটা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন, চিন্তা করুন।

খ) দলীয় কাজে সবার অংশগ্রহণ ছিল কি? কেউ নিষ্ক্রিয় থাকলে তার কারণ ভাবুন।

গ) শিখনফল অর্জনে অনুসৃত কাজ যথেষ্ট ছিল কি? না থাকলে নতুন কী কাজ করা যেতে পারে চিন্তা করুন।

ঘ) সকলে শিখনফল অর্জন করতে পেরেছেন কি? না করতে পারলে তার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল তা বলুন।

ঙ) অধিবেশন অংশগ্রহণমূলক ছিল কি?

দিন-২

১। শিরোনাম : শিক্ষাক্রম ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম পরিচিতি এবং যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

২। মূলভাব : আমরা যদি কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কাজটি আরম্ভ করার পূর্বেই একটি পরিকল্পনা করতে হয় এবং পরিকল্পনা অনুসরণ করে কাজটি সম্পাদন করতে হয়। কোনো কাজ থেকে আমরা কী ফল পেতে চাই, ঐ ফল লাভের জন্য কীভাবে কাজটি করতে হবে, কত সময় ধরে করতে হবে, কাজটি করতে কী লাগবে, কারা কাজটি করবে এবং কখন করবে, কাঙ্খিত ফল লাভ করা হলো কি-না তা কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে তার সব কিছুই পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট করা থাকে। শিক্ষার এ ধরণের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই হল শিক্ষাক্রম।বিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার্থীর সকল অভিজ্ঞতার যোগফলই হলো প্রকৃত শিক্ষাক্রম। শ্রেণিকক্ষে, খেলারমাঠে, লাইব্রেরিতে, গবেষণাগারে, প্রদর্শনীতে, শিশুরা পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান ও সংযোগের মাধ্যমে যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার সবগুলোই শিক্ষাক্রমের উপাদান। ।

৩। সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) শিক্ষাক্রম কী? তা বলতে পারবেন।

(খ) প্রাথমিকস্তরের শিক্ষাক্রমসম্পর্কিত মূল বিষয়গুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

(গ) যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমবলতে কী বুঝায় তাব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৫। পদ্ধতি/ কৌশল : প্রশ্নোত্তর আলোচনা, প্লেনারি আলোচনা, দলগতকাজ, উপস্থাপন।

৬। সহায়ক সামগ্রী : প্রশ্নচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১: শিক্ষাক্রম কী? তা বলতে পারা **সময়:** ২০ মিনিট

- একটি আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে অধিবেশনের সূচনা করুন।
- "শিক্ষাক্রম কী?" বোর্ডে লিখে অংশগ্রহণকারীদের ভাবতে বলুন।
- পাশাপাশি ২জনে আলোচনা করে ১জনের খাতায় শিক্ষাক্রমের ধারণা লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- প্রতি জোড়া থেকে শিক্ষাক্রমের ধারণা সম্পর্কিত মতামত নিয়ে বোর্ডে লিপিবদ্ধ করুন এবং আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করে সকলকে একমত হতে সহায়তা করুন।
- সহায়ক তথ্যে উল্লেখিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কিত ধারণা মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করে আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা সুস্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

কাজ-২: প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের প্রান্তিক যোগ্যতা উল্লেখ করতে পারা। **সময়:** ৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন।
- প্রত্যেক দলকে ২০১১ সালে পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার তালিকা সরবরাহ করুন।
- প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা খুজেঁ বের করতে বলুন।
- দলের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।
- দলভিত্তিক উপস্থাপন করতে বলুন এবং সমন্বয় করুন।
- প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে এ সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: : যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারা **সময়:** ২০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের নিকট নিচের প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করুন

- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম কী?
- শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কী?
- শিখনফল বলতে কী বুঝায়?
- অংশগ্রহণকারীদের জবাব শোনার পর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন
- এবার সবাইকে তথ্যপত্র বিতরন করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় পাঠের পর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু স্পষ্ট করুন

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ৫ মিনিট

- নিচে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাইয়ের জন্য উত্তর আহ্বান করুন
- প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখুন ।
  - * প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কয়টি ?
  - * প্রান্তিক যোগ্যতা কী?।
  - * শিখনফল বলতে কী বুঝায়?

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

- অধিবেশনের বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীগণের জন্য কতটা উপযুক্ত ছিল?
- ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল কতটা কার্যকর ছিল?
- ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারীদের কার্যকর শিখনের জন্য কোনো দিক উন্নত করার প্রয়োজন আছে কি ?

দিন-৩

১। শিরোনাম : বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম

২। মূলভাব : শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা চিহ্নিত করে প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়। এ শিক্ষাক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক হলো বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শেষে ২৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক যোগ্যতার সংখ্যা একরকম নয়। আবার শিক্ষার্থীরা একবারে বা একসঙ্গে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করবে না। ধাপে ধাপে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রান্তিক যোগ্যতার অংশ বিশেষ অর্জনের মাধ্যমে একটি প্রান্তিক যোগ্যতা পুরোপুরি অর্জনে সক্ষম হবে। প্রান্তিক যোগ্যতাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভাজিত করে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা তথা শিখনক্রম প্রণীত হয়েছে যা শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে অর্জনে সক্ষম হবে।

৩। সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) শিক্ষাক্রমের প্রবাহ কী? তা বলতে পারবেন।

(খ) শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিকযোগ্যতার বিবরণ দিতে পারবেন।

৫। পদ্ধতি/ কৌশল: প্রশ্নোত্তর আলোচনা, প্রদর্শন, প্লেনারি আলোচনা, দলগতকাজ, উপস্থাপন, মিলকরণ

৬। সহায়ক সামগ্রী: প্রশ্নচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১: : শিক্ষাক্রমের প্রবাহ **সময়:** ৩০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের নিকট নিচের প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করুন

* শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কী?
* শিখনফল বলতে কী বুঝায়?
* প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য থেকে শিখনফল পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা কী?

- অংশগ্রহণকারীদের জবাব শোনার পর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
- চার্ট/মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে শিক্ষাক্রমের প্রবাহটি ব্যাখ্যা করুন।
- এবার সবাইকে তথ্যপত্র বিতরণ করুন। অংশগ্রহণকারীদের জোড়ায় পাঠের পর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: : শিক্ষাক্রমের প্রবাহ **সময়:** ৫৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের ছয়টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর কাজ করতে দিন।
- প্রত্যেক দলকে ২০১১ সালে পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার তালিকা সরবরাহ করুন।প্রতিটি বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি অনুসারে-শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফলের সংখ্যা গণনা করে বের করতে বলুন।

- প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে বলুন। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে শিখনফলের মিল করুন।
- দলের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। ঘুরে ঘুরে অংশগ্রহণকারীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।
- দলভিত্তিক উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য দলের মতামত নিন।
- প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে এ সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৮। মূল্যায়ন: **সময়:** ৫ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখুন ।
  - * বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিকযোগ্য বলতে কী বুঝায় ?
  - * শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কী?
  - * প্রান্তিক যোগ্যতা কী?।
  - * শিখনফল বলতে কী বুঝায়?
  - * কোনো ত্রুটি হলে তা অন্য অংশগ্রহণকারীদের দিয়ে শোধরানোর ব্যবস্থা করুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

- অধিবেশনের বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীগণের জন্য কতটা উপযুক্ত ছিল?
- ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল কতটা কার্যকর ছিল?
- ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারীদের কার্যকর শিখনের জন্য কোনো দিক উন্নত করার প্রয়োজন আছে কি ?

দিন-৩

১। **শিরোনাম : বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা, শ্রেণি রুটিনও দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা ।**

২। **মূলভাব :** কোন শ্রেণির জন্য নির্ধারিত কোন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সারা বছরে সম্পূর্ণটা পড়িয়ে প্রয়োজন মত পুনরালোচনা করে তা থেকে পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারলে আশা করা যায় যে, উক্ত বিষয় ও শ্রেণিতে পড়ানোর উদ্দেশ্য সাফল্যমন্ডিত হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ জন্য বছরের প্রথম পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে হবে যেন সারাবছরে পাঠ্যসূচিতে উল্লিখিত বিষয় পড়িয়ে শেষ করা যায়, প্রয়োজনে পুনরালোচনা করা যায় এবং বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষাও গ্রহণ করা যায়। বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক দৈনন্দিন কাজের পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনাই হলো ক্লাস রুটিন। ক্লাস-রুটিন ছাড়া কোন বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। মোট কথা রুটিনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম প্রতিফলিত হয়।কোনো বিষয়বস্তুর ওপর শিখন-শেখানোর কাজ পরিচালনা করতে হলে প্রথমেই শিক্ষককে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর ভেবে নিতে হবে। যেমন- তিনি কী শেখাবেন, কেন শেখাবেন, কাকে শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন, কীভাবে উপস্থাপন করলে পাঠটি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হবে, কত সময় ধরে শেখাবেন, কী উপকরণের সাহায্যে নেবেন, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ইত্যাদি। শিখন শেখানোর এই পূর্ব পরিকল্পিত নক্সাই হলো দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনা।

৩। **সময় :** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। **শিখনফল :** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা কী? তা বলতে পারবেন।
(খ) শ্রেণি-রুটিন তৈরি করতে পারবেন।
(গ) দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করতে পারববেন।

৫। **পদ্ধতি/ কৌশল:** প্রশ্নোত্তর আলোচনা, প্লেনারি আলোচনা, দলগতকাজ, উপস্থাপন।

৬। **সহায়ক সামগ্রী:** প্রশ্নচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র।

৭। **অধিবেশনের বিবরণর**

কাজ-১: বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা কী? তা বলতে পারা **সময়:** ১৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের নিকট নিচের প্রশ্নগুলো পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞেস করুন
  - * বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা কী ?
  - * বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা কীভাবে তৈরি করা যায়?
  - * বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনায় শিখন-শেখানো কাজে সুবিধা কী কী ?
- অংশগ্রহণকারীদের জবাব শোনার পর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। এবার সবাইকে তথ্যপত্র দিন। অংশগ্রহণকারীরা জোড়ায় পড়ার পর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তু স্পষ্ট করুন।

কাজ-২: শ্রেণি রুটিন তৈরি করতে পারা। **সময়:** ৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের পাচঁটি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলে এনসিটিবি প্রদত্ত শ্রেণি-রুটিন বিতরণ করুন।
- প্রত্যেক দলকে শ্রেণি রুটিন তৈরি করতে দিন। প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের চাহিদা অনুসারে রুটিন তৈরি করবেন।
- দলের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। ঘুরে ঘুরে অংশগ্রহণকারীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন।
- দলভিত্তিক উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্য দলের মতামত নিন।
- প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে এ সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-৩: দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে পারা। **সময়:** ৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন।
- প্রত্যেক দলকে ভিন্ন বিষয় ও শ্রেণির ওপর দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে পাঠ্যপুস্তক ও পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন।
- দলের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
- দলভিত্তিক উপস্থাপন করতে বলুন এবং সমন্বয় করুন।
- প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করে এ সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৮। মূল্যায়ন : **সময়:** ৫ মিনিট

- নিচে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাইয়ের জন্য উত্তর আহ্বান করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখুন ।
    - * বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা কী?
    - * শিখনফল বলতে কী বুঝায়?
    - * দৈনিক পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্ব কী ?

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

- অধিবেশনের বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীগণের জন্য কতটা উপযুক্ত ছিল?
- ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল কতটা কার্যকর ছিল?
- ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারীদের কার্যকর শিখনের জন্য কোনো দিক উন্নত করার প্রয়োজন আছে কি ?

দিন-৩

১। শিরোনাম : শিক্ষক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ

২। মূলভাব : প্রশিক্ষণ হলো চাহিদা দ্বারা পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। এটি পূর্ব নির্ধারিত ও নিরূপিত চাহিদার আলোকে কোনো সংস্থা পরিচালনা করে থাকে। একজন নির্দিষ্ট পেশাজীবির সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়ক নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্যই মূলত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে শিক্ষাও চাহিদাদ্বারা পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু শিক্ষার চাহিদা শিক্ষার্থীকর্তৃক নির্ধারিত। এটি তার অধিকারও বটে। শিক্ষা হলো কোনো শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রয়োজনে তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার সামগ্রিক প্রয়াস। শিক্ষা হলো দক্ষতাসহ আরোও অনেকগুলো ক্ষেত্রদ্বারা বেষ্টিত বিষয়। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তত্ত্ব ও তথ্য আহরণের সাথে সাথে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করার উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করে। এই দক্ষতা তাকে নতুন জ্ঞানের রূপান্তরে সক্ষম করে তোলে। চিন্তার জগতে একজন শিক্ষার্থী কোনো বিষয়কে ঘিরে কে, কী, কেন, কখন, কোথায় এবং কীভাবে এসকল প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলে। পিটিআই এর কর্মকর্তাগণ উল্লিখিত দুই ধরনের কাজেই নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে হয়। এ অধিবেশনে শিক্ষক শিক্ষায় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকা কী সে সম্পর্কে ধারণা পাওয় যাবে।

৩। সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

৪। শিখনফল : এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

(খ) শিক্ষক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করতে পারবেন

(গ) শিক্ষক শিক্ষায় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন

৫। পদ্ধতি/ কৌশল: প্রশ্নোত্তর আলোচনা, প্লেনারি আলোচনা, দলগতকাজ, উপস্থাপন।

৬। সহায়ক সামগ্রী: প্রশ্নচার্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র

৭। অধিবেশনের বিবরণ

কাজ-১: : শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ধারণা ব্যাখ্য করা **সময়:** ২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে প্রত্যেককে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে ভাবতে বলুন।
- পাশাপাশি বসে থাকা অংশগ্রহণকারীর সাথে আলোচনা করে মতামত আহ্বান করুন। প্রয়োজনে তা বোর্ডে লিখুন।
- অতঃপর সহায়ক তথ্যপত্রের আলোকে এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করুন।

শিক্ষক শিক্ষা	শিক্ষক প্রশিক্ষণ
➢	➢
➢	➢
➢	➢
➢	➢
➢	➢

- প্রত্যেক দলে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি সমন্বিত তালিকা উন্নয়নে সহায়তা দিন।
- কয়েকজনকে এ সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ প্রদান করতে বলুন।
- নিজের পেশাগত সমৃদ্ধির জন্য কোনটি প্রয়োজন তা বলতে বলুন এবং এটি অধিগত করার জন্য ভাবনা ব্যাখ্যা করতে বলুন।

কাজ-৩: : শিক্ষায় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকা নিরূপণ করা **সময়: ৩৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দল ঠিক রেখে বসতে বলুন।
- প্রত্যেক দলকে শিক্ষক শিক্ষায় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকাকীএ সম্পর্কে আলোচনা করে লিখতে বলুন।
- প্রত্যেক দলে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করুন।
- দলীয় কাজ প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন স্থানে স্থাপন করুন যেন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দেখতে পান।
- দলের প্রত্যেক সদস্যকে তা দেখে পর্যালোচনা করুন এবং ধারণা প্রদানে সহায়তা করুন

৮। মূল্যায়ন: **সময়: ৫ মিনিট**

- নিচে প্রদত্ত প্রশ্নের আলোকে অংশগ্রহণকারীগণের ধারণা যাচাইয়ের জন্য উত্তর আহ্বান করুন

  * প্রশিক্ষণ কী ?
  * শিক্ষা বলতে কী বুঝেন তা বলুন।
  * শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে একটি পার্থক্য বলুন।
  * শিক্ষক শিক্ষায় ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের একটি ভূমিকা বলুন।

৯। স্ব-অনুচিন্তন:

- অধিবেশনের বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারীগণের জন্য কতটা উপযুক্ত ছিল?
- ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল কতটা কার্যকর ছিল?
- ভবিষ্যতে অংশগ্রহণকারীদের কার্যকর শিখনের জন্য কোনো দিক উন্নত করার প্রয়োজন আছে কি ?

দিন-৩

১। **শিরোনাম: সি-ইন-এড ও ডিপিএড উন্নয়ন কাঠামো।**

২। **মূলভাব :** শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নবায়ণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির এই নবায়ণ যেকোন শিক্ষাব্যবস্থার গতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। বিশ্ব জ্ঞানের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এর সাথে তালমিলিয়ে চলতে না পারলে বিশ্বব্যপি ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সাথে আমরা তালমিলিয়ে চলতে পাবো না। ফলে আমরা পিছিয়ে পড়ব। এ প্রেক্ষিতে আমাদের শিশুদের সমকালীন ধারণা প্রদানের জন্য শিক্ষকের সামর্থ্যও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য সি-ইন-এড কোর্স একটি পরিকল্পিত কাঠামো। এসম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য এ অধিবেশনের অবতারণা।

৩। **সময় :** ১ ঘণ্টা ৩০মিনিট

৪। **শিখনফল:** এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

(ক) সি-ইন-এড ও ডিপিএড উন্নয়ন কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন
(খ) শিক্ষক শিক্ষায় সি-ইন-এড ও ডিপিএড এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন

৫। **পদ্ধতি/ কৌশল:** প্রশ্নোত্তর আলোচনা, এককাজ, দলগতকাজ, প্লেনারি আলোচনা, উপস্থাপন।

৬। **সহায়ক সামগ্রী:** প্রশ্নকার্ড, পোস্টার পেপার, মার্কার, তথ্যপত্র,

৭। **অধিবেশনের বিবরণ**

কাজ-১ : সি-ইন-এড ও ডিপিএড উন্নয়ন কাঠামো ব্যাখ্যা করা **সময়:** ৫৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের দুই দলে ভাগ হতে বলুন।
- প্রত্যেক দলে একজন করে সহায়ক টিউটর হিসেবে টিউটোরিয়াল দলে কাজ করার ব্যবস্থা করুন।
- এক দলকে সি-ইন-এড ওআরেক দলে ডিপিএড উন্নয়ন কাঠামো নিয়ে তথ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করতে বলুন।
- দলের একজনকে উপস্থাপন করতে হবে তা বলে দিন এবং ল্যাপটপে Presentation তৈরি করতে বলুন।
- দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রশ্নোত্তরে এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করুন।

কাজ-২ : শিক্ষক শিক্ষায় সি-ইন-এড ও ডিপিএড এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা **সময়:** ৩০ মিনিট

- পূর্বের ২ দলকে ৪টি দলে ভাগ করুন।
- দলে নিম্নরূপ কাজ করতে হবে তা বলে দিন।
- দুই দলকে শিক্ষক শিক্ষায় সি-ইন-এড এবং অপর দুই দলকে ডিপিএ এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে পয়েন্ট আকারে নোট খাতায় তা লিখতে বলুন।
- একই ধরনের কাজ করেছেন এমন দুই দলকে একসাথে বসতে বলুন এবং কাজ সমন্বয় করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। এজন্য দলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করুন।
- দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- প্রশ্নোত্তরে এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করুন।